আখেরাত সিরিজ-১২

কিয়ামত পর্ব- ১

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত ৩২ টি নাম আখেরাত সিরিজ-১ উল্লেখ করা হয়েছে।

৩২ টি নামের তৃতীয়টি "কিয়ামত" আজকের আলোচনার বিষয়।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আল বাকারা ২:৮৫**

১. আর কিয়ামতের দিন যাদের নিক্ষেপ করা হবে কঠিনতম আযাবে।

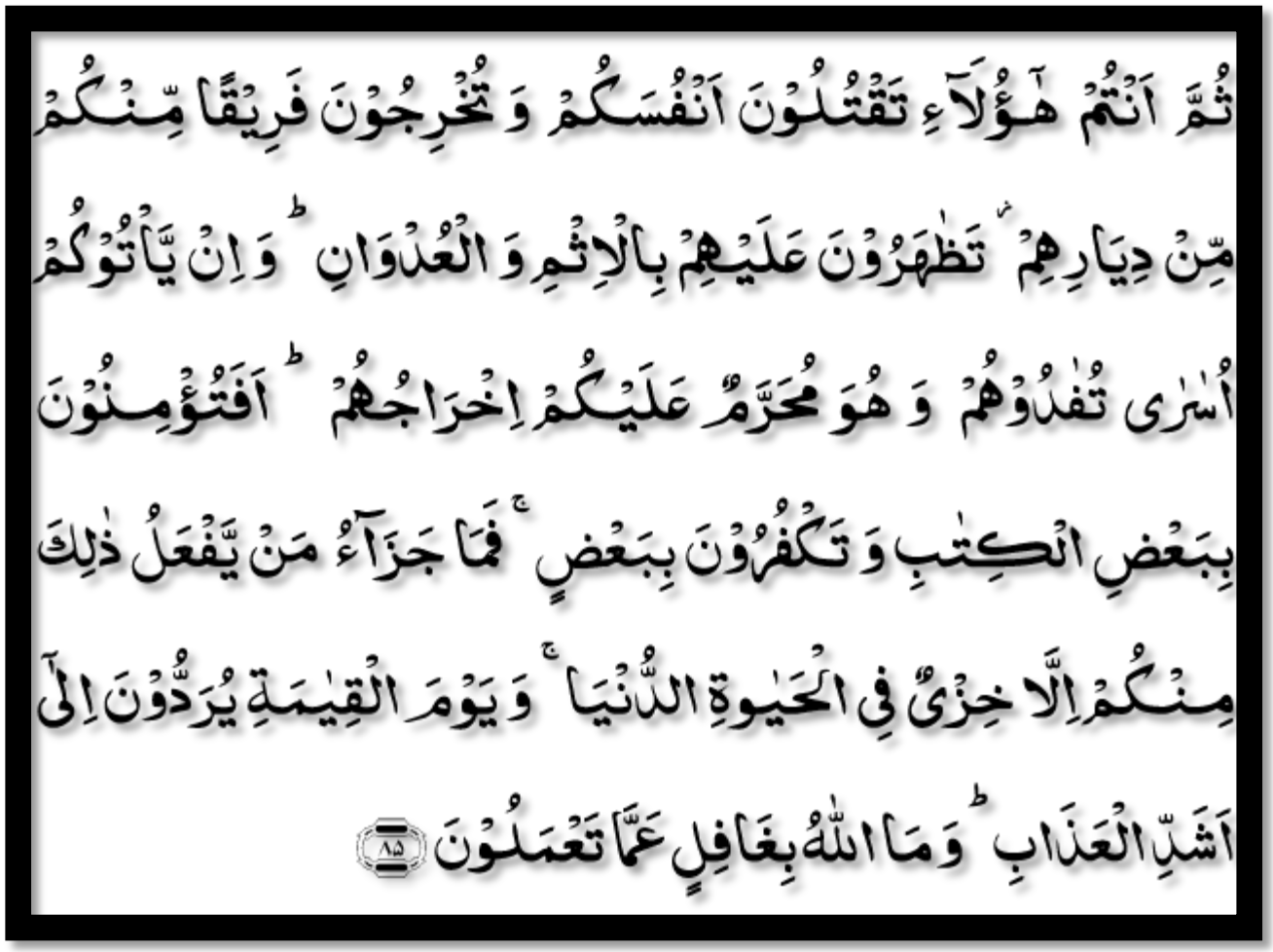

তোমরাই তাহারা যাহারা অতঃপর একে অন্যকে হত্যা করিতেছ এবং তোমাদের এক দলকে স্বদেশ হইতে বহিস্কার করিতেছ, তোমরা নিজেরা তাহাদের বিরুদ্ধে অন্যায় ও সীমালঙ্ঘন দ্বারা পরস্পরের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছে এবং তাহারা যখন বন্দিরূপে তোমাদের নিকট উপস্থিত হয় তখন তোমরা মুক্তিপন দাও; অথচ তাহাদের বহিষ্করণই তোমাদের জন্য অবৈধ ছিল। তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস করো এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখান করো? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যাহারা এরূপ করে তাহাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে হীনতা এবং কিয়ামতের কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষেপিত হইবে। তাহারা যাহা করে আল্লাহ সে সম্বন্ধে অনবহিত নন। (সূরা আল বাকারা ২:৮৫)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আল বাকারা ২:১১৩**

২. আল্লাহ তাদের মাঝে ফায়সালা প্রদান করবেন কিয়ামতের দিন, যে বিষয়ে পৃথিবীতে তারা এখতেলাফ করছে।

وَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ ۖ وَّ قَالَتِ النَّصٰرٰى
لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ ۙ وَّ هُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ كَذٰلِكَ قَالَ
الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ
الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١١٣﴾

ইয়াহুদীরা বলে, 'খ্রিস্টানদের কোন ভিত্তি নাই' এবং খ্রিস্টানরা বলে, 'ইয়াহুদীদের কোন ভিত্তি নাই'; অথচ তাহারা কিতাব পাঠ করে। এইভাবে যাহারা কিছুই জানে না তাঁহারাও অনুরূপ কথা বলে। সুতরাং যে বিষয়ে তাহারা মতভেদ করিত কিয়ামতের দিন আল্লাহ উহার মীমাংসা করিবেন। (সূরা আল বাকারা ২:১১৩)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আল বাকারা ২:১৭৪**

৩. কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথাও বলবেন না এবং তাদের পবিত্র করবেন না।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَ يَشْتَرُوْنَ بِهٖ
ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَ لَا
يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٧٤﴾

আল্লাহ যে কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন যাহারা তাহা গোপন রাখে ও বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করে তাহারা নিজেদের জঠর অগ্নি ব্যাতিত আর কিছুই পাবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাহাদের সঙ্গে কথা বলিবেন না এবং তাহাদেরকে পবিত্র করিবেন না। তাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে। (সূরা আল বাকারা ২:১৭৪)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আল বাকারা ২:২১২**

৪. কিন্তু যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, কিয়ামতের দিন তারাই এদের (কাফেরদের) মোকাবেলায় উঁচু ও শ্রেষ্ঠ মর্যাদা লাভ করবে।

زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَ يَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا ۘ وَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَ اللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ
يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢١٢﴾

যাহারা কুফরী করে তাহাদের নিকট পার্থিব জীবন সুশোভিত করা হইয়াছে, তাহারা মুমিনদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করিয়া থাকে। আর যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে কিয়ামতের দিন তাহারা তাদের ঊর্ধে থাকিবে। আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিজিক দান করেন। (সূরা আল বাকারা ২:২১২)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আলে ইমরান ৩:৫৫**

৫. যারা কুফরীতে লিপ্ত হয়েছে তাদের থেকে তোমাকে (ঈসাকে) পবিত্র করছি এবং তোমার অনুসারীদের কাফিরদের উপর কিয়ামত কাল পর্যন্ত শ্রেষ্ঠত্ব দিচ্ছি।

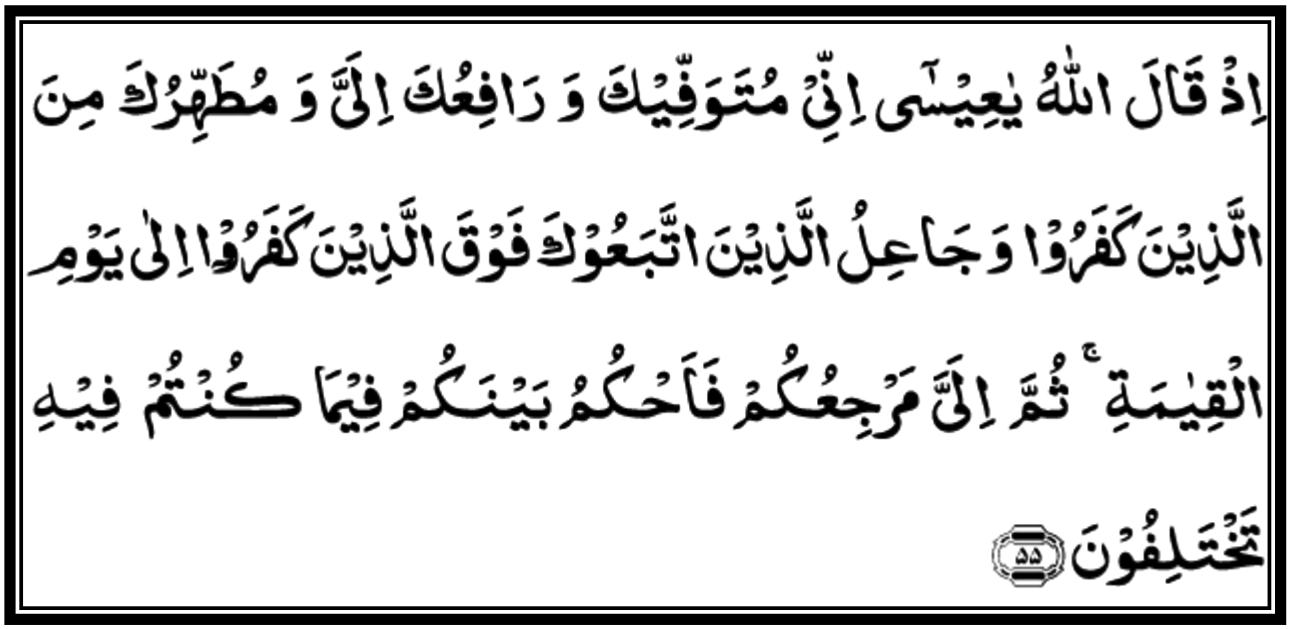
اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰٓى اِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ وَ رَافِعُكَ اِلَيَّ وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ جَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى يَوْمِ
الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ
تَخْتَلِفُوْنَ ﴿٥٥﴾

স্মরণ কর, যখন আল্লাহ বলিবেন, 'হে ঈসা! আমি তোমার কাল পূর্ণ করিতেছি এবং আমার নিকট তোমাকে তুলিয়া লইতাছি এবং যাহারা কুফরি করিয়াছে তাহাদের মধ্য হইতে তোমাকে পবিত্র করিতেছি। আর তোমার অনুসারীগণকে কিয়ামত পর্যন্ত কাফিরদের উপর প্রাধান্য দিতেছি, অতঃপর আমার কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন।' তারপর যে বিষয়ে তোমাদের মতান্তর ঘটিতেছে আমি উহা মীমাংসা করিয়া দিব।

(সূরা আল বাকারা ৩:৫৫)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আলে ইমরান ৩:৭৭**

৬. যারা বিক্রয় করে আল্লাহর সাথে করা অঙ্গীকার এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে, আখেরাতে তাদের কোনো অংশ নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের দিকে তাকাবেন না।

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا
خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾

যাহারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে পরকালে তাহাদের কোনো অংশ নাই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাহাদের সঙ্গে কথা বলিবেন না এবং তাহাদের দিকে চাহিবেন না এবং তাহাদেরকে পরিশুদ্ধ করিবেন না; তাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে। (সূরা আলে ইমরান ৩:৭৭)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আলে ইমরান ৩:১৬১**

৭. যে কেউ অন্যায়ভাবে কিছু গোপন করবে সে কিয়ামতের দিন তা নিয়ে উপস্থিত হবে।

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ ۚ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ
ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

অন্যায়ভাবে কোনো বস্তু গোপন করিবে, ইহা নবীর পক্ষে অসম্ভব। এবং কেহ অন্যায়ভাবে কিছু গোপন করিলে, যাহা সে অন্যায়ভাবে গোপন করিবে কিয়ামতের দিন সে তাহা লইয়া আসিবে। অতঃপর প্রত্যেককে, যাহা সে অর্জন করিয়াছে তাহা পূর্ণমাত্রায় দেওয়া হইবে। তাহাদের প্রতি কোনো জুলুম করা হইবে না। (সূরা আলে ইমরান ৩:১৬১)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আলে ইমরান ৩:১৮০**

৮. যা নিয়ে তারা কৃপণতা করে, কিয়ামতের দিন তাই হবে তাদের গলায় বেড়ি।

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا
لَّهُمْ ؕ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ؕ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَلِلّٰهِ
مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿١٨٠﴾

আর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যাহা তাহাদের দিয়েছেন তাহাতে যাহারা কৃপণতা করে তাহাদের জন্য উহা মঙ্গল, ইহা যেনো তাহারা কিছুতেই মনে না করে। না, ইহা তাহাদের জন্য অমঙ্গল। যাহাতে তাহারা কৃপণতা করিবে কিয়ামতের দিন উহাই তাহাদের গলায় বেড়ি হইবে। আসমান ও যমিনের স্বত্বাধিক একমাত্র আল্লাহরই। তোমরা যাহা করো আল্লাহ তাহা বিশেষভাবে অবহিত। (সূরা আলে ইমরান ৩:১৮০)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আলে ইমরান ৩:১৮৫**

৯. প্রত্যেক ব্যক্তিই মউতের স্বাদ গ্রহণ করবে। কিয়ামতকালে তোমাদের কাজের প্রতিদান তোমাদের পুরোপুরি দেয়া হবে।

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ؕ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ
فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ
الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ﴿١٨٥﴾

জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে। কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দেওয়া হইবে। যাহাকে অগ্নি হইতে দূরে রাখা হইবে এবং জান্নাতে দাখিল করা হইবে সেই সফলকাম এবং পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যাতীত কিছুই নয়। (সূরা আলে ইমরান ৩:১৮৫)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আলে ইমরান ৩:১৯৪**

১০. (মুমিনদের দোয়া) আর কিয়ামতের দিন আমাদের অপমানিত করো না।

'হে আমাদের প্রতিপালক! আমার রাসুলগণের মাধ্যমে আমাদেরকে যাহা দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছ তাহা আমাদেরকে দাও এবং কিয়ামতের দিন আমাদেরকে হেয় করিও না। নিশ্চয়ই তুমি প্রতিশ্রুতির ব্যাতিক্রম করো না।' (সূরা আলে ইমরান ৩:১৯৪)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আন নিসা ৪:৮৭**

১১. তিনি কেয়ামতের দিন তোমাদের অবশ্যই জমা করবেন।

আল্লাহ তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নাই; তিনি তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন একত্র করিবেনই, ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। কে আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী? (সূরা আন নিসা ৪:৮৭)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আন নিসা ৪:১০৯**

১২. কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে কে বিতর্ক করবে তাদের পক্ষে।

দেখ, তোমরাই ইহজীবন তাহাদের পক্ষে বিতর্ক করিতেছ; কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহর সম্মুখে কে তাহাদের পক্ষে বিতর্ক করিবে অথবা কে তাহাদের উকিল হইবে। (সূরা আন নিসা ৪:১০৯)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আন নিসা ৪:১৪১**

১৩. কিয়ামতের দিনই আল্লাহ তোমাদের মাঝে ফয়সালা করে দেবেন।

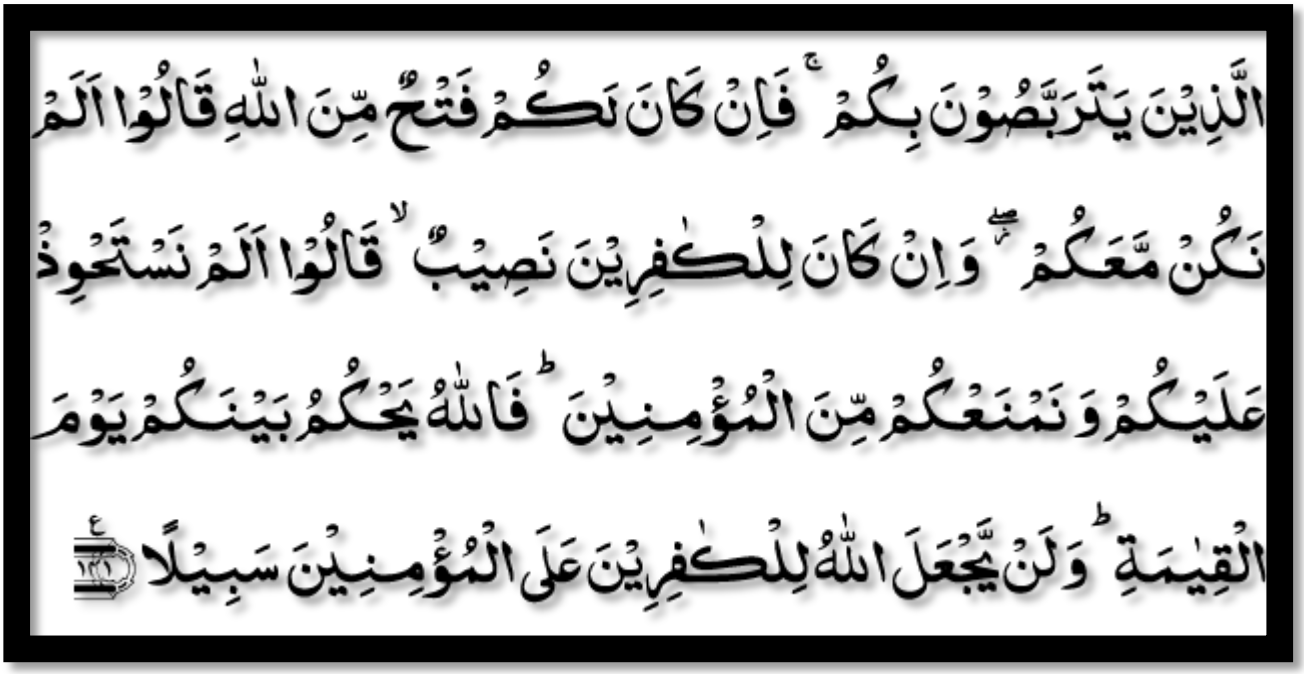

যাহারা তোমাদের অমঙ্গলের প্রতীক্ষায় থাকে তাহারা আল্লাহর পক্ষ হইতে তোমাদের জয় হইলে বলে, 'আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না?' আর যদি কাফিরদের কিছু বিজয় হয়, তবে তাহারা বলে, 'আমরা কি তোমাদের পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিলেন না এবং কি তোমাদের মুমিনদের হাত হইতে রক্ষা করি নাই?' আল্লাহ কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে বিচার মীমাংসা করিবেন এবং আল্লাহ কখনোই মুমিনদের বিরুদ্ধে কাফিরদের জন্য কোনো পথ রাখবেন না। (সূরা আন নিসা ৪:১৪১)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আন নিসা ৪:১৫৯**

১৪. আহলে কিতাবের প্রতিটি মানুষ অবশ্যই তার (ঈসার) প্রতি ঈমান আনবে তার মৃত্যুর আগে এবং কিয়ামতের দিন সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হয়ে দাঁড়াবে।

কিতাবীদের মধ্যে প্রত্যেকে নিজ মৃত্যুর পূর্বে তাহাকে বিশ্বাস করিবে এবং কিয়ামতের দিন সে তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে। (সূরা আন নিসা ৪:১৫৯)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আল মায়েদা ৫:১৪**

১৫.[খ্রিস্টানদের একাংশ তাদের অঙ্গীকার ভুলে থেকেছিল] সুতরাং আমরা কিয়ামতকাল পর্যন্ত তাদের মধ্যে দুশমনী ও বিদ্বেষ জাগিয়ে রেখেছি।

যাহারা বলে, 'আমরা খ্রিস্টান', তাহাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহারা যাহা উপদিষ্ট হইয়াছিলো তাহার এক অংশ ভুলিয়া গিয়াছে। সুতরাং আমি তাহাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগরুক রাখিয়াছি; তাহারা যাহা করিতো আল্লাহ তাহাদেরকে অচিরেই তাহা জানাইয়া দিবেন। (সূরা আল মায়েদা ৫:১৪)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আল মায়েদা ৫:৩৬**

১৬. যারা কুফরীকে আঁকড়ে ধরবে, পৃথিবীর সবকিছু যদি তাদের হয় এবং সম পরিমাণ যদি আরো থাকে, কিয়ামত কালের আযাব থেকে মুক্তির জন্যে, তাদের থেকে তা কবুল করা হবে না।

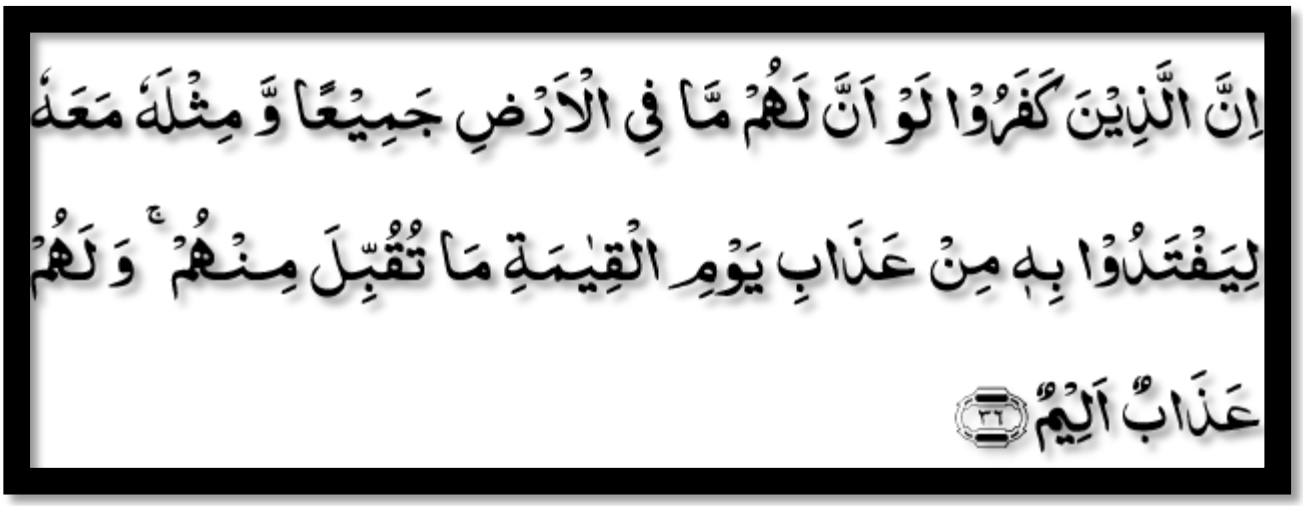

যাহারা কুফরি করিয়াছে, কিয়ামতের দিন শাস্তি হইতে মুক্তির জন্য পনস্বরূপ দুনিয়ায় যাহা কিছু আছে, যদি তাহাদের তাহার সমস্তই থাকে এবং তাহার সঙ্গে সমপরিমাণ আরো থাকে, তবুও তাহাদের নিকট হইতে তাহা গৃহীত হইবে না এবং তাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রাখিয়াছি। (সূরা আল মায়েদা ৫:৩৬)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আল মায়েদা ৫:৬৪**

১৭. তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা তাদের (ইহুদিদের) অনেকেরই আল্লাহ দ্রোহীতা ও কুফরি বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা তাদের মধ্যে কিয়ামতকাল পর্যন্ত শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দিয়েছে।

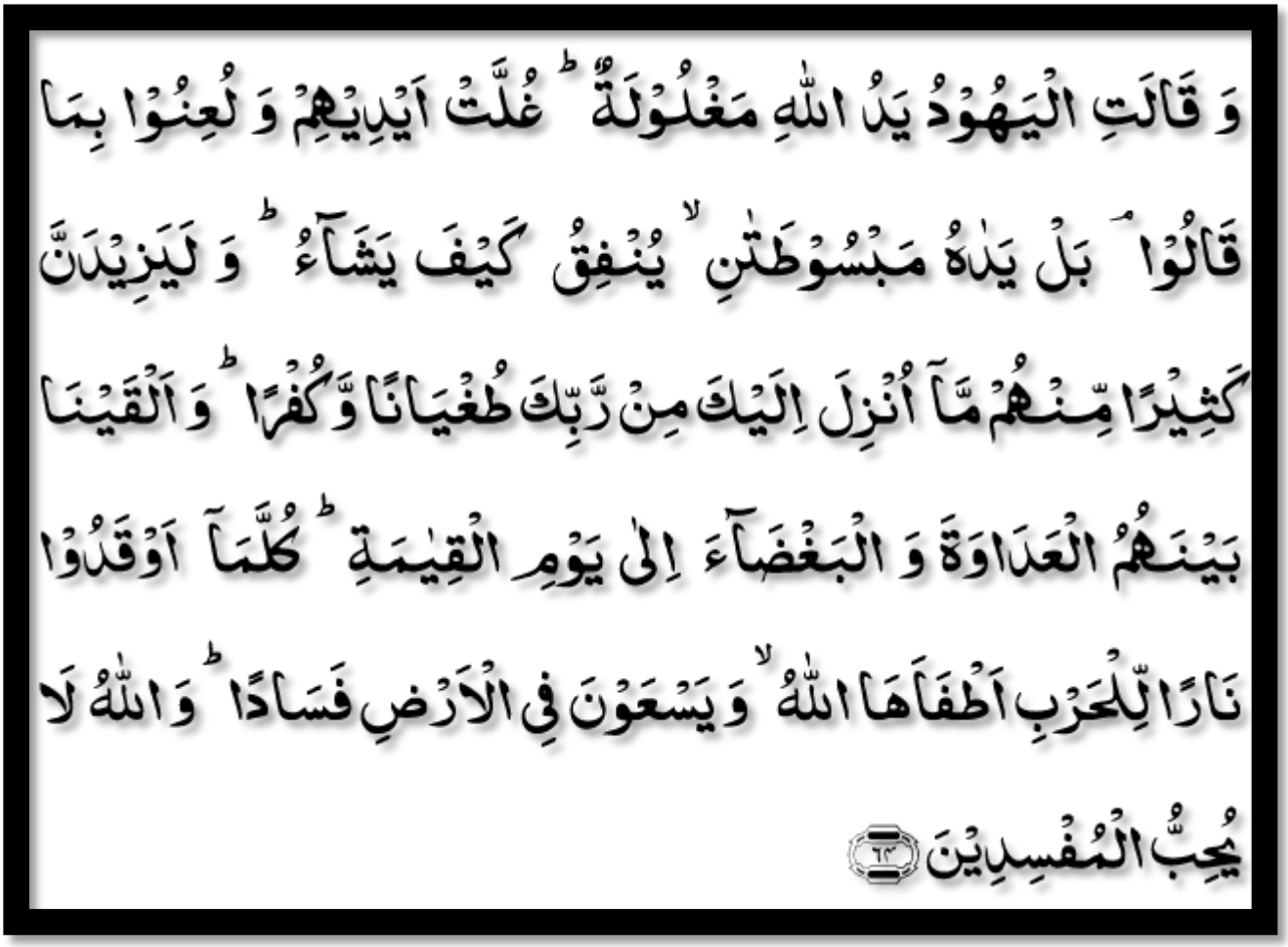
وَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ ؕ غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَ لُعِنُوْا بِمَا
قَالُوْا ۘ بَلْ يَدٰهُ مَبْسُوْطَتٰنِ ۙ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ؕ وَ لَيَزِيْدَنَّ
كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّ كُفْرًا ؕ وَ اَلْقَيْنَا
بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ؕ كُلَّمَاۤ اَوْقَدُوْا
نَارًا لِّلْحَرْبِ اَطْفَاَهَا اللّٰهُ ۙ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا ؕ وَ اللّٰهُ لَا
يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿۶۴﴾

ইয়াহুদীরা বলে, 'আল্লাহর হাত রুদ্ধ'; উহারাই রুদ্ধহস্ত এবং উহার যাহা বলে তজন্য উহারা অভিশপ্ত, বরং আল্লাহর উভয় হস্তই প্রসারিত; যেভাবে ইচ্ছা তিনি দান করেন। তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে যাহা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা তাহাদের অনেকের ধর্মদ্রোহিতা ও কুফরি বৃদ্ধি করিবেই। তাহাদের মধ্যে আমি কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করিয়াছি। যতবার তাহারা যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে ততবার আল্লাহ উহা নির্বাপিত করেন এবং তাহারা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করিয়া বেড়ায়; আল্লাহ ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্তদেরকে ভালোবাসেন না। (সূরা আল মায়েদা ৫:৬৪)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আল আনআম ৬:১২**

১৮. অবশ্য অবশ্যই তিনি তোমাদের জমা করবেন কিয়ামতের দিন, এতে কোনোই সন্দেহ নেই।

বলো, 'আসমান ও যমিনে আছে তাহা কাহার?' বলো, 'আল্লাহরই' দয়া করা তিনি তাঁহার কর্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিয়ামতের দিন তিনি তোমাদেরকে অবশ্যই একত্র করিবেন- ইহাতে কোনোই সন্দেহ নাই। যাহারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করিয়াছে তাহারা ঈমান আনবে না। (সূরা আল আনআম ৬:১২)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী, আখেরাতের জীবন চিরস্থায়ী। আসুন, আমরা পাথেয় সংগ্রহ করি দুনিয়া পরবর্তী জীবনের জন্য। আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি হে আল্লাহ দুনিয়ায় আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন এবং আখেরাতে আমাদের জান্নাত দান করুন এবং জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

Click here http://www.morningbrightness.fi/